# আন্তর্জাতিক গ্রামীণ নারী দিবস ২০২০

## কোভিডকালীন নারীর প্রতি সহিংসতাঃ আমাদের করণীয়

# আন্তর্জাতিক গ্রামীণ নারী দিবসের ইতিহাস

- ১৯৯৫ সালে বেইজিংয়ে অনুষ্ঠিত জাতিসংঘের ৪র্থ নারী সম্মেলনে ১৫ অক্টোবরকে আন্তর্জাতিক গ্রামীণ নারী দিবস হিসেবে পালনের প্রস্তাব গৃহীত হয়।
- ১৯৯৭ সাল থেকে জেনেভাভিত্তিক একটি আন্তর্জাতিক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা Women's World Summit Foundation ( WWSF) আন্তর্জাতিক গ্রামীণ নারী দিবসটি পালনের জন্য বিশ্বের বিভিন্ন দেশে উদ্‌বুদ্ধধকরণ কর্মসূচি পালন করে।
- ১৯৯৮ সাল থেকে বিভিন্ন দেশে আন্তর্জাতিক গ্রামীণ নারী দিবস হিসেবে এটি পালিত হচ্ছে।
- জাতিসংঘ ২০০৭ সালের ১৮ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত সাধারণ পরিষদের সভায় ১৫ অক্টোবর আন্তর্জাতিক গ্রামীণ নারী দিবস পালনের আনুষ্ঠানিক সিদ্ধান্ত নেয়।
- ২০০৮ থেকে জাতিসংঘের সকল সদস্য রাষ্ট্র এই দিবসটি পালন করে আসছে।

# আন্তর্জাতিক গ্রামীণ নারী দিবসের প্রতিপাদ্য

-২০১৯: শিশু যৌন নির্যাতন, ধর্ষণ বন্ধ কর; আওয়াজ তোল এখনই

-২০১৮: পারিবারিক আয়ে নারীর অধিকারভিত্তিক ন্যায্যতা নিশ্চিত কর

-২০১৭: সর্বক্ষেত্রে নারীর নিরাপত্তা নিশ্চিত করুন।

- ২০১৬: কিশোরীর যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্যসেবার অধিকার আমাদের অঙ্গিকার।

- ২০১৫: কীটনাশকের বিকল্প নাও, গ্রামীণ নারীর জীবন বাঁচাও।

- ২০১৪: নারীর স্বাস্থ্য সুরক্ষায় ১৮ এর নিচে বিয়ে নয়, আইন করে বাল্য বিয়ের স্বীকৃতি বন্ধ করতে হবে।

- ২০১৩: কীটনাশকের বিপদ এবং গ্রামীণ নারী।

- ২০১২: জলবায়ু পরিবর্তন প্রশমন এবং অভিযোজনে আপনার অবস্থান তুলে ধরুন।

- ২০১১: ভূমি ও উত্তরাধিকারে নারীর অধিকার।

- ২০১০: জলবায়ু অভিযোজনে মা ও মেয়ে শিশুর শিক্ষা অগ্রাধিকারের দাবিতে সোচ্চার হোন।

- ২০০৯: স্বাস্থ্য অধিকার ও সুস্থভাবে বাঁচার জন্য সোচ্চার হোন।

- ২০০৮: খাদ্য নিরাপত্তাকে বিবেচনা করতে হবে খাদ্য ও সার্বভৌমত্বের আলোকে।

# বাংলাদেশে আন্তর্জাতিক গ্রামীণ নারী দিবস

বাংলাদেশে ২০০০ সাল থেকে বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী ও উন্নয়ন সংস্থা (এনজিও) সম্পূর্ণ নিজেদের অর্থায়নে গ্রামীণ নারী দিবস উদযাপন করে আসছে।

জাতীয় উদযাপন কমিটি'র ব্যানারে প্রতিবছর জাতীয় ও জেলা পর্যায়ে তারা আন্তর্জাতিক গ্রামীণ নারী দিবস পালন করা হয়।

২০০৭ সাল থেকে এর আয়োজনে ব্যাপকতা আসে এবং সেই বছর থেকেই নারী উন্নয়নে বিশেষ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ জেলা পর্যায়ে গ্রামীণ নারীদেরকে (নারী মুক্তিযোদ্ধা, দাবি আদায়কারী, ধাত্রমাতা, রত্নগর্ভা মা, বীজ সংরক্ষণকারী, অন্যায়ের প্রতিবাদকারী, স্থানীয় সরকার প্রতিনিধি ইত্যাদি) তাদের বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ সম্মাননা প্রদান শুরু হয়।

# কোভিড ১৯ ও গ্রামীণ নারীর প্রতি সহিংসতা

৬ এপ্রিল ২০২০, ইউএন উইম্যানরে নর্বিাহী পরচিালক এক বিবৃতিতে করোনার কারণে লকডাউন চলাকালে নারীর প্রতি সহিংসতা বৃদ্ধির পরস্থিতিকে ছায়ামহামারি হিসেবে অভিহিত করেছেন। আর গ্রামীণ নারীদের প্রতি সহিংসতার মাত্রা তুলনামূলক বেশি।

৯৬% নারী কোভডি ১৯-এর প্রত্যক্ষ প্রভাবে র্কমসংস্থান হারিয়েছেন, যারা মূলত গৃহকর্মী, পরিচ্ছন্নতা র্কমী, গার্মেন্ট শ্রমিক এবং নির্মাণ খাতে অস্থায়ী শ্রমিক হিসেবে কাজ করেন এবং মাত্র ৮.৫০% র্মাচ মাসের পারিশ্রমকি পেয়েছেন।

শুধু মার্চ মাসেই বগুড়া, জামালপুর ও কক্সবাজার জেলায় ৬৪ টি ধর্ষণের ঘটনা ও তিন শতাধিক পারিবারিক নির্যাতনের ঘটনা ঘটেছে। এপ্রিল মাসে ৪২৪৯ জন নারী বিভিন্ন প্রকার সহিংসতার শিকার হয়েছেন যার সিংহ ভাগই গ্রামীণ নারী।

# আমাদের করণীয়

- সহিংসতার বিরুদ্ধে কঠোর সামাজিক প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে।
- আইনি সুরক্ষা প্রদান করতে হবে।
- কোভিডে কর্মহীন গ্রামীণ নারীদের কর্মসংস্থান করতে হবে।
- নারীদের প্রতি যেকোন সহিংসতায় দ্রুত বিচার আইনে তা নিষ্পত্তি করতে হবে।
- নারীর প্রতি সহিংসতার সিংহ ভাগ পারিবারিক সহিংসতা। তাই পরিবারে সচেতনতা বাড়াতে হবে।
- নারীর প্রতি বিভিন্ন রকমের সহিংসতা দূর করতে নারীর ক্ষমতায়ন প্রয়োজন। বিশেষত প্রয়োজন নারীর অর্থনৈতিক মুক্তি।
- নির্যাতনের শিকার হওয়ার পর একজন নারীর প্রয়োজনীয় আইনি ও চিকিৎসা সহায়তার সুযোগ পাওয়া নিশ্চিত করতে হবে।
- যেকোন সহিংসতা থেকে রক্ষা পেতে ও সেবা পেতে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের  হট লাইন নাম্বারে (10921) সকল নারী যেন কল দিয়ে সেবা চায় সে তথ্য তাদের জানাতে হবে।

# আমাদের করণীয়

- ন্যাশনাল ইমারজেন্সি নাম্বার ৯৯৯ ও নারী শিশু নির্যাতন ও বাল্যবিয়ে প্রতিরোধের নাম্বার ১০৯ তাদের জানাতে হবে।
- নারীর প্রতি সহিংসতা গ্রহণযোগ্য নয়, এই মনোভাব প্রতিষ্ঠার জন্য সামাজিক মূল্যবোধ বদলাতে হবে।
- নারীর প্রতি যেকোন ধরনের সহিংসতায় সরকারের ‘জিরো টলারেন্স’ নীতি তৈরি করতে হবে।
- গ্রামীণ নারীর প্রতি সহিংসতা বৃদ্ধির সাথে সহিংস কান্ড সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে সেই নারীর সম্মানহানী করার প্রবণতা বেড়েছে। এই বিষয়ে আইনের যথাযথ প্রয়োগ থাকতে হবে।
- সর্বোপরি গ্রামীণ নারীদেরকে তাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন করতে হবে যেন তারা তাদের সাথে ঘটা যেকোন বৈষম্য ও সহিংসতায় স্বরব হতে পারে।

# ধন্যবাদ

আসুন নারীর প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি বদলাই, সমাজ বদলে যাবে